বিশেষ যুগ্ম সংখ্যা

# দুর্বার ভাবনা

পঞ্চম বর্ষ ষষ্ঠ-সপ্তম সংখ্যা অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৩

এই সংখ্যায় লিখেছেন

ব্যাসদেব দাশগুপ্ত রণবীর সমাদ্দার সুজাত ভদ্র সন্তোষ রাণা অভিজিৎ গুহ সুজয় বসু পুণ্যব্রত গুণ শান্তনু চক্রবর্তী সৌমিত্র ঘোষ
চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য বোলান গঙ্গোপাধ্যায় প্রজ্ঞাপারমিতা দত্ত রায়চৌধুরী পারমিতা চৌধুরী ব্রতীন চট্টোপাধ্যায় দেবাশিস আইচ তাপস মণ্ডল
বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় বিজন অধিকারী বঙ্কিম দত্ত প্রদীপ দত্ত স্মরজিৎ জানা তরুণ বসু

# দুর্বার ভাবনা

বর্ষ : ৫ সংখ্যা : ৬-৭ ☐ অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৩, বিশেষ যুগ্ম সংখ্যা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ... সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে স্মরজিৎ জানা... ৩
আমার স্বদেশ আমার সময়
সোনি সোরি, আদিবাসী মানুষ এবং কয়েকটি প্রশ্ন ...তরুণ বসু ... ৭
বিশেষ নিবন্ধ : দেবীদুর্গার আদি ও অন্ত
প্রজননের দেবীকে পুজোর অধিকার ও ... চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য ... ৮
বিশেষ নিবন্ধ : নারী
'ইচ্ছে' ছবির আয়নায় ... বোলান গঙ্গোপাধ্যায় ... ১১
উনিশ... শতক—বাল্য বিবাহের প্রজ্ঞাপারমিতা দত্ত রায়চৌধুরী ... ১২
'অনাথা' এক মেয়ে এবং একজন সমাজকর্মী ... পারমিতা চৌধুরী... ১৪
বিশেষ নিবন্ধ : শিক্ষা
প্রিফেক্ট আর সর্দার পোড়ো:'কলোনিয়াল' ... ব্রতীন চট্টোপাধ্যায় ... ১৫
বিশেষ নিবন্ধ : ছাত্রসমাজ ও র‍্যাগিং
ছাত্র সমাজ, র‍্যাগিং ও কয়েকটি প্রশ্ন ...দেবাশিস আইচ... ১৭
বিশেষ নিবন্ধ : অসংগঠিত শ্রমিক
ইনফর্ম্যাল শ্রম ও সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রান্তিকতা ... ব্যাসদেব দাশগুপ্ত... ১৯
বিশেষ নিবন্ধ : শ্রমিক আন্দোলন
মারুতি কারখানার শ্রমিক আন্দোলনের শিক্ষণীয়... রণবীর সমাদ্দার... ২১
বিশেষ নিবন্ধ : তথ্য জানার অধিকার ও রাজনৈতিক দল
তথ্য জানাতে অনীহা কেন? ...অভিজিৎ গুহ... ২৪
বিশেষ নিবন্ধ : শাসকের নজরদারি
হারাবেন কোথায়? কীভাবে?... শান্তনু চক্রবর্তী... ২৭
বিশেষ নিবন্ধ : বনাধিকার আন্দোলন (দ্বিতীয় পর্যায়)
রাজনৈতিক সংগ্রাম? সংগ্রামের রাজনীতি? ... সৌমিত্র ঘোষ ... ২৯
বিশেষ নিবন্ধ : বনাধিকার আন্দোলন ও তার প্রয়োগ
বনাধিকার আইন ২০০৬ এবং সুন্দরবন ... তাপস মণ্ডল... ৩৩
স্মরণ...
নরেন্দ্র দাভোলকর : একটি দৃপ্ত মানবিক ...বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়... ৩৯
বিশেষ নিবন্ধ : মানবাধিকার ও পশ্চিমবঙ্গ
পরিবর্তনের শ্লোগান ও মানবাধিকারের হালহকিকৎ ... সুজাত ভদ্র... ৪০
বিশেষ নিবন্ধ : বামপন্থা ও পশ্চিমবঙ্গ
পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থার সমস্যা ... সন্তোষ রাণা... ৪৫
বিশেষ নিবন্ধ : জীবনযাত্রার মান ও পশ্চিমবঙ্গ
মাঝারি মানের উন্নয়নে জীবনযাপনও মাঝারি ... সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়... ৫১
বিশেষ নিবন্ধ : ভূগর্ভ জলআর্সেনিক ও পশ্চিমবঙ্গ
ভূ-গর্ভের জল : অতি ব্যবহারে ক্ষতি সকলের, ... বিজন অধিকারী ... ৫৫
বিশেষ নিবন্ধ : পরমাণু বিদ্যুৎ
পরমাণু বিদ্যুৎ: ভারত ও আমাদের প্রধানমন্ত্রীর বিপন্নতা ... বঙ্কিম দত্ত ... ৫৯
বিশেষ নিবন্ধ : বিশ্ব উষ্ণায়ন
বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধির বিপদ ক্রমেই বাড়ছে : ... সুজয় বসু ... ৬১
বিশ্ব উষ্ণায়ন ও আবহাওয়ার সংকট ...প্রদীপ দত্ত ... ৬৩
বিশেষ নিবন্ধ : ওষুধ
ওষুধ নিয়ে জানা-বোঝা ...পুণ্যব্রত গুণ ... ৬৭

এই সংখ্যা বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হলো সেই কারণে নিয়মিত কলামগুলি বাদ রাখা হলো। আগামী সংখ্যায় যথানিয়মে কলামগুলি থাকবে। সম্পাদক।

প্রচ্ছদ : তরুণ বসু। ছবির ঋণ স্বীকার : তাপস মন্ডল, শান্তনু চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য।

মুদ্রণ : রে'জ ডট কম, ৪৪/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

**DURBAR BHABNA**
New Declaration No 1/12 & 2/12 as on 2. 1. 2012
Vol. 5 No.6-7 ☐ October-November, Special Joint Issue, 2013.
Editor : Dr Smarajit Jana
Publisher : Bharati Dey
Address : 12/5 Nilmani Mitra Street, Kolkata 700 006 West Bengal, INDIA
Phone : 033 2543 7560/7451 Fax : 033 2543 7777 e mail : sonagachi @sify.com URL : www.durbar.org

# ওষুধ নিয়ে জানা-বোঝা

পুণ্যব্রত গুণ

স্বাস্থ্য মানেই চিকিৎসা নয়— একথা সত্যি, কিন্তু অসুখ হলে চিকিৎসা দরকার, আর সেই চিকিৎসায় বড়ো ভূমিকা ওষুধের। খরচের হিসেবে যদি দেখি— চিকিৎসার মোট খরচের একটা বড়ো অংশ (৭০ থেকে ৮০ শতাংশ) জুড়ে থাকে ওষুধের দাম। চিকিৎসার খরচ জোগাতে দারিদ্র্যসীমার নীচে নেমে যায় রুগীর পরিবার।

ওষুধ একটা পণ্য, ওষুধ কোম্পানি ওষুধ তৈরি করে মুনাফার জন্য। কিন্তু অন্য পণ্যের সঙ্গে এই পণ্যের ফারাক হলো ক্রেতা (অর্থাৎ রোগী) পণ্যটাকে নির্বাচন করেন না। রোগীর হয়ে পণ্যটাকে নির্বাচন করে দেন অন্য কেউ অর্থাৎ ডাক্তার। তা বলে ওষুধ সম্পর্কে সাধারণ মানুষ জানবেন না এমনটা হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়।

ওষুধ হলো আদতে একটা রাসায়নিক। যার ব্যবহার রোগ নিরাময়ে (যেমন— ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণে অ্যান্টিবায়োটিক); রোগের কষ্ট কমানোয় (যেমন— উচ্চ-রক্তচাপ বা ডায়াবেটিসে); রোগ প্রতিরোধে (যেমন— বিভিন্ন ধরণের টিকা); রোগ-নির্ণয়ে (যেমন— এক্স-রে বা সিটি স্ক্যান অনেক ক্ষেত্রে রঞ্জকের ব্যবহার); স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া পরিবর্তনে (যেমন— জন্মনিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত ওষুধ)।

ওষুধবিজ্ঞানে বলা হয়— যার বিষক্রিয়া নেই তা ওষুধই নয়। এরকম একটা পদার্থ একটা মাত্রায় ওষুধের কাজ করে আবার মাত্রা বাড়ালে বিষের মতো কাজ করে। তাই কোনো বস্তুকে ওষুধের তকমা পেতে গেলে কতগুলো ধাপ পেরিয়ে আসতে হয়। অর্থাৎ যে ভাবে একটি রাসায়নিক ওষুধের তকমা পায়, তার ধাপগুলো পরপর এ-রকম। এক, প্রথমে কোন্ রাসায়নিক ওষুধ হতে পারে সে বিষয়ে ধারণা করা হয়। এরপর ওষুধ পদপ্রার্থী বস্তুটার ডিজাইন করা ও সংশ্লেষণ করার পালা। দ্বিতীয় ধাপে আসে মানবেতর প্রাণী ও তাদের কোষকলার ওপর সেটার প্রভাব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পালা। এর পর মানুষের ওপর পরীক্ষা।

এরপরের ধাপে সরকারি লাইসেন্স পেয়ে চিকিৎসার জন্য বস্তুটা বাজারজাত করা হয়। বাজারজাত হওয়ার পর তার নিরাপত্তা ও অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে তুলনামূলক তথ্য-সংগ্রহ চালানো হয়। বাজারে আসার লাইসেন্স পাওয়ার আগে মানুষের ওপর পরীক্ষা চালানোর কথা আবার তিনটে পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ে ২০ থেকে ৫০ জন সুস্থ স্বেচ্ছাসেবী বা স্বেচ্ছাসেবী রোগীর ওপর; দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫০ থেকে ৩০০ জন রোগীর ওপর; এবং তৃতীয় পর্যায়ে ২৫০ থেকে ১০০০ জন রোগীর ওপর। (কোন্ পর্যায়ে কি কি দেখা হয় তা জটিলতা বর্জন করার জন্য এখানে উল্লেখ করছি না।)

বলাই বাহুল্য এ ভাবে পরীক্ষা চালিয়ে একটা ওষুধকে বাজারে আনা বেশ ব্যয়সাপেক্ষ, তার ওপর আবার যদি দেখা যায় ১০০ টা ওষুধপদ-প্রার্থীকে নিয়ে কাজ শুরু করলে শেষ পর্যন্ত ওষুধের তকমা পায় গড়ে তাদের মধ্যে ১টা। নতুন ওষুধ বাজারে আনার খরচ হিসেব করে দেখা গেছে ওষুধ পিছু খরচ পড়ে গড়ে ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সময় লাগতে পারে প্রায় ১৫ বছর অবধি, তার মধ্যে ক্লিনিকাল ট্রায়ালের জন্য লাগে ১০ বছর।

খরচ বাঁচানোর জন্য বহুজাতিক সব ওষুধ কোম্পানি যে ধরণের পন্থা অবলম্বন করে তার মধ্যে অন্যতম হলো— তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশগুলোতে ক্লিনিকাল ট্রায়াল চালানো, যে সব দেশে ওষুধ-নিয়ন্ত্রক সংস্থা কমজোরী, যেখানে ওষুধ-নিয়ন্ত্রক সংস্থার কর্মীদের একাংশ এবং চিকিৎসকদের একাংশকে কমপয়সা খরচ করেই কিনে নেওয়া যায়, নিজেদের পছন্দমতো রিপোর্ট তৈরি করানো যায়।

ভারতেও এরকম অনৈতিক ক্লিনিকাল ট্রায়াল চলেছে বহুদিন ধরে। বিষয়টা নিয়ে হইচই হওয়ার পর সরকার বাধ্য হয় নিয়ম করতে— ২০০৯-এর ১৫ জুন থেকে সমস্ত ক্লিনিকাল ট্রায়াল করার জন্য আইসিএমআর-এর ক্লিনিকাল ট্রায়াল রেজিস্ট্রিতে নথিভুক্তিকরণ বাধ্যতামূলক। নতুন নতুন নিয়ম যতই হোক না কেন তাতে ওষুধ কোম্পানিগুলোর কোনো অসুবিধা হচ্ছে বলে মনে হয় না। ক্ষতিকর, অপ্রয়োজনীয় ও উন্নত দেশে নিষিদ্ধ ওষুধের সংখ্যা আমাদের দেশের বাজারে বাড়ছে বই কমছে না।

### দেশে প্রচুর ওষুধ, অথচ মানুষের জন্য ওষুধ নেই

আমাদের দেশ পৃথিবীর বৃহত্তর ওষুধ উৎপাদক দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। ২০০৯-১০ সালে ৬২,০৫৫ কোটি টাকার ওষুধ বিক্রি হয়েছে দেশের বাজারে আর ৪২,১৫২ কোটি টাকার ওষুধ রপ্তানি হয়েছে। উৎপাদিত ওষুধের আয়তনের হিসেবে ভারত পৃথিবীতে তৃতীয়, মোট দামের হিসেবে পৃথিবীতে ১৪ নম্বরে। এই ফারাকের কারণ হলো আমাদের দেশে ওষুধের দাম অনেক দেশের তুলনায় কম তাই মোট আয়তন বেশি হলেও মোট দাম কম।

এত উৎপাদন সত্ত্বেও অবশ্য আমাদের দেশের অধিকাংশ নাগরিক ওষুধ কিনতে পারেন না। কেন পারেন না, তার কারণ খুঁজতেই আমাদের এই আলোচনার সূত্রপাত।

### সব ওষুধ দরকারি নয়

১৯৭৫-এ সাংসদ জয়সুখলাল হাতি-র নেতৃত্বাধীন এক সংসদীয় কমিটি বলেছিল, ১১৭টা ওষুধ দিয়ে সে সময়ের ভারতের অধিকাংশ মানুষের অধিকাংশ অসুখের চিকিৎসা সম্ভব।

১৯৭৭-এ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রথম যে অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকা বার করে তাতে ছিল

২০৮টা ওষুধ। অথচ সে সময়ে ভারতের ওষুধ বাজারে প্রায় ৬০ হাজার ওষুধ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-র সাম্প্রতিক অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকায় আছে ৩৭৪টা ওষুধ। ভারতের জাতীয় তালিকায় ওষুধের সংখ্যা ৩৪৮। অথচ ভারতের বাজারে ওষুধ ফর্মুলেশনের সংখ্যা ১ লাখ ছাড়িয়েছে। এত ফর্মুলেশ্যান তাহলে কেন? একই ওষুধ আলাদা আলাদা কোম্পানি বাজার-জাত করে আলাদা আলাদা নামে। তারপর আছে একাধিক ওষুধের নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশ্রণ, যার অধিকাংশই অপ্রয়োজনীয়। এছাড়া আছে অপ্রয়োজনীয় অনেক ফর্মুলেশন, যেমন—কাফ সিরাপ, হজমি ওষুধ, টনিক ইত্যাদি ইত্যাদি ...।

**ওষুধের নাম**

ওষুধের আসলে তিনটি নাম। প্রথম নামটি পুরো রাসায়নিক নাম, যা কাজে লাগে রসায়নবিদদের। দ্বিতীয় নামটি গোত্রনাম বা জেনেরিক নাম, এই নাম ব্যবহার করা হয় ওষুধ-বিজ্ঞান সহ চিকিৎসাবিদ্যার অন্যান্য শাখার আলোচনায়। তৃতীয় নামটি হলো ব্র্যান্ড নাম বা বাণিজ্যিক নাম। একটি ওষুধের বাণিজ্যিক নাম অবশ্য একটি নয়। একই ওষুধকে আলাদা আলাদা ওষুধ-কোম্পানি আলাদা আলাদা নাম দেয়। বলা যেতে পারে, এই নাম ওষুধ কোম্পানির বাণিজ্যিক সম্পত্তি।

একটি উদাহরণ দেখুন। প্যারাসিটামল ওষুধটি আমাদের খুব চেনা, জ্বর-ব্যথায় আকছার ব্যবহার করা হয়। এর রাসায়নিক নাম *N*-(4-hydroxyphenyl) ethanamide *N*-(4-hydroxyphenyl) acetamidel জেনেরিক নাম প্যারাসিটামল (paracetamol), আমেরিকায় অবশ্য এসিটামিনোফেন (Acetaminophen) জেনেরিক নামে একে ডাকা হয়। বাজারে যে সব নামে প্যারাসিটামল পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে বহুল-প্রচারিত ক্যালপল (Calpol) আর ক্রোসিন (Crocin)।

**'জেনেরিক নাম' নয়, বলা উচিত 'আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম'**

জেনেরিক নামের আসল অর্থ গোষ্ঠী নাম। আসলে জেনেরিক নাম বলতে ওষুধের ক্ষেত্রে ওষুধের একটি গোষ্ঠীর (এক ধরণের কিছু ওষুধের) নাম না বুঝিয়ে একটি ওষুধের নাম বোঝানো হয়। তাই জেনেরিক নামের বদলে বলা উচিত আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম International Non-proprietary Name)।

আগে একই ওষুধ ভিন্ন ভিন্ন দেশে পরিচিত ছিল ভিন্ন ভিন্ন নামে। বছর ৫০ আগে নামে সমতা আনার প্রয়াস শুরু হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ওষুধের আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম ঠিক করে। বেশির ভাগ দেশই এখন আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম ব্যবহার করে। ব্যতিক্রম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র— যেমন আমরা দেখেছি প্যারাসিটামলকে সে দেশে ডাকা হয় এসিটামিনোফেন নামে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নামগুলি (USA National Names) অবশ্য আস্তে আস্তে আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নামে পরিবর্তিত হচ্ছে। ব্রিটেনে অনুমোদিত নামগুলো (British Approved Names— BAN) ও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নামে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম ঠিক করার সময় তিনটি বিষয় দেখা হয়। ১. উচ্চারণে ও বানানে যাতে বৈশিষ্ট্য থাকে, হাতের লেখাতেও যাতে অসুবিধা না হয়। ২. চলতি অব্যবসায়িক নাম বা বাণিজ্যিক নামগুলোর সঙ্গে যাতে এই নাম গুলিয়ে না যায়। ৩. নাম থেকে যাতে একই ধরণের বিভিন্ন ওষুধের পারস্পরিক সম্পর্ক আন্দাজ করা যায়।

অব্যবসায়িক নাম থেকে কি ভাবে একই ধরণের ওষুধগুলিকে চেনা যায় দেখুন। ১. ডায়াজিপাম, নাইট্রাজিপাম, ফ্লুরাজিপাম— এই প্রশান্তিকারক ওষুধগুলো সব বেঞ্জোডায়াজেপিন। ২. প্রোপ্রানোলল, এটেনেলল, মেটোপ্রোলল— 'ওলল' দিয়ে শেষ হওয়া ওষুধগুলো প্রেসার কমানোর ওষুধ, যাদের বলা হয় এড্রেনোরিসেপ্টর ব্লকার বা বিটা-ব্লকার। ৩. এনালাপ্রিল, রেমিপ্রিল, লিসিনোপ্রিল—'প্রিল' দিয়ে শেষ হওয়া প্রেসারের ওষুধগুলো এসিইইনহিবিটর। ৪. 'ফ্লক্সাসিন' দিয়ে শেষ হওয়া যেমন, নরফ্লক্সাসিন, সসপ্রোফ্লক্সাসিন, গ্যাটিফ্লক্সাসিন, ইত্যাদি কুইনোলন জীবাণুনাশক।

কি ভাবে আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম লেখা হবে তারও নিয়ম ঠিক করা আছে বিভিন্ন দেশে। আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম ব্র্যান্ড নামের ঠিক নীচে লিখতেই হয়। কোনো কোনো দেশে আন্তর্জাতিক অব্যসায়িক নাম ছাপা হয় যে সাইজের অক্ষরে ব্র্যান্ড নাম ছাপা হয়েছে অন্তত তার অর্ধেক সাইজের অক্ষরে। কোনো কোনো দেশে আবার আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম ছাপতে হয় ব্র্যান্ড নামের চেয়ে বড়ো অক্ষরে। কোনো কোনো দেশ আবার রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ব্র্যান্ড নামের ব্যবহার তুলেই দিয়েছে।

**আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম ব্যবহারের সুবিধা**

১. ওষুধবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের বইপত্রে-পড়াশুনায় কেবল আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নামই ব্যবহৃত হয়।
২. চিকিৎসাবিজ্ঞানের জার্নাল ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রকাশনাগুলিতেও কেবল আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম ব্যবহার করা হয়।
৩. বাজারে একাধিক ওষুধের নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশ্রণে তৈরি প্রচুর ফর্মুলেশন পাওয়া যায়, যেগুলির অধিকাংশই অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয়। আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম ব্যবহার চালু হলে ওষুধ কোম্পানিগুলি বেশি সংখ্যায় একক ওষুধের ফর্মুলেশন উৎপাদন ও বিক্রি করতে বাধ্য হয়।
৪. ওষুধের নাম দেখেই সেটা কোন্ ধরণের ওষুধ বোঝা সহজ হবে। একই ওষুধের নানান ব্র্যান্ড নামে মিল থাকে না, ফলে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। এই বিভ্রান্তিও হয় না জেনেরিক নাম ব্যবহারে।
৫. দেখা গেছে আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নামের ওষুধগুলির দাম সাধারণ ভাবে সেই ওষুধেরই ব্রান্ডগুলোর চেয়ে অনেক কম।
৬. কেবল আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম ব্যবহার করা হলে ডাক্তারদেরও অল্প কিছু নাম মনে রাখলেই হয়, একগাদা ব্র্যান্ড নাম মনে রাখতে হয় না।
৭. আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম ব্যবহৃত হলে জাতীয় অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকা তৈরি করা সহজ হয়।
৮. কেবল আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম চললে ব্র্যান্ড নামের প্রচার করতে হয় না, বিজ্ঞাপনে খরচ কমে, ওষুধের দামও কমে।
৯. দেখা যায় ওষুধের সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ও চিকিৎসাকর্মীদের ধোঁয়াশা কাটে আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম ব্যবহারে।

**কেন ব্র্যান্ড নামে বিভ্রান্তি?**

আমাদের দেশে উৎপাদিত বস্তুর পেটেন্ট স্বীকৃত নয়, উৎপাদন-পদ্ধতির পেটেন্ট স্বীকৃত। এই কারণে কোনো ওষুধের কোনো মালিক নেই, মালিকানা কেবল ওষুধ তৈরির পদ্ধতি। অর্থাৎ একই ওষুধ একাধিক কোম্পানি আলাদা আলাদা

পদ্ধতিতে তৈরি করতে পারে। ওষুধের কোনো ব্র্যান্ড নাম এক অর্থে কোনো একটি কোম্পানির সম্পত্তি। কিন্তু সেখানেও কথা আছে— বেশির ভাগ ব্র্যান্ড নামই কিন্তু নথিভুক্ত করা নয়, কেন না আমাদের দেশে নাম নথিভুক্তিকরণের প্রক্রিয়া খুব জটিল ও তাতে দীর্ঘ সময় লাগে। যে ব্র্যান্ড নামগুলি নথিভুক্ত নয়, যে কেউই সে নাম ব্যবহার করতে পারে। নথিভুক্ত ব্র্যান্ড নামগুলিও আবার অন্য শ্রেণির পণ্যের জন্য ব্যবহার করা যায়। যেমন 'মারুতি' গাড়ির জন্য নথিভুক্ত একটি নাম, কোনো ওষুধের ব্র্যান্ড নামও কিন্তু মারুতি হতেই পারে। এর ফলে বিভ্রান্তির শেষ নেই।

আবার একই ব্র্যান্ড নামে পাওয়া যায় আলাদা শ্রেণির ওষুধও। যেমন— 'Lona' এই নামে ট্রাইটন হেলথকেয়ার প্রাইভেট ক্লোনাজিপাম তৈরি করে। ক্লোনাজিপাম মৃগীরোগে, উদ্বেগে ব্যবহার করা হয়। আবার 'Lona' নামে ডাবর তৈরি করে উচ্চরক্তচাপের রোগীদের জন্য কম সোডিয়াম-যুক্ত লবণ। তাহলে ডাক্তার 'Lona' লিখলে ওষুধের দোকানি কোন্‌টা দেবেন?

কিছু ব্র্যান্ড নাম এতটাই এক রকম যে গন্ডগোল হয়ে যায়। কতগুলো উদাহরণ দিচ্ছি দেখুন।

* A to Z এগ্লোমেডের মাল্টিভিটামিন, AZ-1 কোপ্রানের জীবাণুনাশক এজিথ্রোমাইসিন, AZ কিওর কুইক ফার্মার কৃমির ওষুধ এলমেন্ডাজোল।
* Celib ইউনিকেম ল্যাবের ব্যথার ওষুধ সেলেকক্সিব, Celin গ্ল্যাক্সো স্মিথ ক্লিনের ভিটামিন সি।
* Eltocin ইপকা ল্যাবের জীবাণুনাশক এরিথ্রোমাইসিন, Eltroxin গ্ল্যাক্সো স্মিথ ক্লিনের লিভোথাইরক্সিন যা হাইপোথাইরয়েড রোগে ব্যবহার করা হয়।
* Fasigyn ফাইজারের আমাশার ওষুধ টিনিডাজোল, Fasizym ইনফারের এনজাইম প্রিপারেশন।
* Glyred নোভার্টিসের গ্লাইক্লাজাইড, Glyrep এমকিওর ফার্মার মেটফরমিন, দু'টিই অবশ্য ডায়াবেটিসের দুই শ্রেণির ওষুধ।
* Orfiz নোভার্টিস ফার্মার ORS, Orfix অর্কিডের জীবাণুনাশক সিফিক্সিম।
* Pronim ইউনিকেম লিমিটেডের ব্যথার ওষুধ, Pronil পিআইএল-এর বিষাদের ওষুধ ফ্লুওক্সেটিন।
* Tobitil রেনব্যক্সির ব্যথার ওষুধ টেনোক্সিকাম, Tobitol পিসিআই-র যক্ষ্মার ওষুধ ইথামবুটল।
* Trip ফাইজারের বিষাদের ওষুধ নরট্রিপ্টিলিন, Triz ইন্ডোকো রেমিডিজের এলার্জির ওষুধ সেট্রিজিন।
* Vizole এমএল ল্যাবসের কৃমির ওষুধ লিভামিজোল, Vinzole ভিন্টেজ ল্যাবসের পেপটিক আলসারের ওষুধ ওমপেরাজোল।

একই কোম্পানি আলাদা আলাদা ওষুধকে এতটা একরকম ব্র্যান্ড নাম দেয় যে গুলিয়ে যায়।

* প্যারেন্টাল তার দুই জীবাণুনাশক অ্যামোক্সিসিলিন ও রক্সিথ্রোমাইসিনের নাম দিয়েছে যথাক্রমে PD-Mox ও PD-Rox।
* পিআইএল-এর দুই মনোরোগের ওষুধ ক্লোমিপ্রমিন ও ক্লোরপ্রেমাজিনের নাম যথাক্রমে Clomine ও Clozine।
* Taxim এবং Taxim-O যথাক্রমে অ্যালকেমের দুই জীবাণুনাশক সেফোট্যাক্সিম ও সেফিক্সিম।

উপরের উদাহরণগুলো থেকে সহজেই বোঝা যায় ব্র্যান্ড নাম থেকে কি পরিমাণ চিকিৎসা-বিভ্রাট হতে পারে।

### ব্র্যান্ড নামে দামের ফারাক

কোম্পানি নিজের ব্র্যান্ডকে পরিচিত করানোর জন্য প্রচার করে, সেই প্রচারের খরচ তোলে রোগীর পকেট কেটে ওষুধের দামে। তাই একই ওষুধ একেক কোম্পানির ব্র্যান্ডে একেক রকম দাম। যে প্যারাসিটামলের ৫০০ মিগ্রা-র ট্যাবলেট অ্যালবার্ট ডেভিড Parazine নামে বিক্রি করে একেকটা ১৫ পয়সা দামে, ফার্মা সিন্থ ফর্মুলেশন্স লিমিটেড Paranova নামে তা বিক্রি করে একেকটা ৫ টাকা ৯০ পয়সায়। প্রথম ব্র্যান্ডটার তুলনায় পরের ব্র্যান্ডটার দাম প্রায় ৪০ গুণ!

### সত্যিই কি জেনেরিক নামের ওষুধের তুলনায় ব্র্যান্ড নামের ওষুধ গুণবত্তায় ভালো?

অনেকে মনে করেন কোম্পানি যখন ব্র্যান্ড নামকে পরিচিত করানোর জন্য এত পয়সা খরচ করেছে তখন সে ওষুধের গুণবত্তার সঙ্গে আপস করবে না। ডাক্তাররাও অনেকে এমনটা বিশ্বাস করেন, তাই দেখি জেনেরিক নামের বিরুদ্ধে ও ব্র্যান্ড নামের সপক্ষে জনমত তৈরি করতে তাঁরা নেমে পড়েন। কিন্তু প্রায়শই দেখা যায় বহুল পরিচিত অনেক ওষুধ কোম্পানি ও ওষুধের ব্র্যান্ড মুনাফার লক্ষ্যে গুণবত্তায় আপস করে। গণস্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মীরা যে সব ক্লিনিক বা হাসপাতাল চালান সেই অভিজ্ঞতা থেকে জোরের সঙ্গেই বলা যায় জেনেরিক নামের ওষুধ ও তার নানান ব্র্যান্ডের কার্যক্ষমতায় কোনো ফারাক নেই।

### জেনেরিক নামের ওষুধ বাজারে পাওয়া মুশকিল

মেডিকাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া ২০০২-এর নীতিমালায় ডাক্তারদের যথাসম্ভব জেনেরিক নাম ব্যবহার করতে বলেছে। সরকারও ডাক্তারদের নির্দেশ দিচ্ছে জেনেরিক নামে ওষুধ লেখার জন্য। কিন্তু বেশির ভাগ ওষুধের দোকানে আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নামে ওষুধ পাওয়া যায় না। জেনেরিক নামের প্রেসক্রিপশনে দোকানি তাঁর ইচ্ছা মতো ব্র্যান্ডের ওষুধ দেন। স্বভাবতই যে ব্র্যান্ডের ওষুধে তাঁর লাভ বেশি সেটাই তাঁর পছন্দের ওষুধ হয়। আবার বেশির ভাগ ওষুধ আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নামে উৎপাদিতই হয় না। বড়ো বড়ো ওষুধ কোম্পানিগুলোর জেনেরিক ডিভিশন আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের উৎপাদিত ওষুধে ব্র্যান্ড নাম দেয়, এদের বলা হয় 'ব্র্যান্ডেড জেনেরিক্স'।

### যে সব ওষুধ আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নামে উৎপাদিত হয় না সে ক্ষেত্রে কি করা যায়?

তাদের কমদামি ব্র্যান্ড ব্যবহারই বিকল্প। এই বিকল্প খোঁজায় আপনার ডাক্তার আপনাকে সাহায্য করতে পারেন। আর আপনি যদি কম্পিউটার-স্যাভি হন, তাহলে আপনার জন্য এখন এক অভিনব ওয়েবসাইট আছে। এই ওয়েবসাইটটি চালায় বিনোদ কুমার মেমোরিয়াল ট্রাস্ট। www.medguideindia.com লিঙ্ক ক্লিক করে হোম পেজে যান। Brand Name লেখা জায়গায় আপনাকে যে ওষুধ ব্যবহার করতে বলা হয়েছে সেটি লিখে submit করুন। ড্রপ ডাউন মেনুতে সে ওষুধটির নাম পেয়ে যেতে পারেন। এবার আপনি পাবেন প্রস্তুতকারী কোম্পানির নাম, ধরণ (বড়ি/ক্যাপসুল/ইঞ্জেকশন/ইত্যাদি), একেকটি মাত্রার পরিমাণ, প্যাকেটে ক'টি একক আছে, প্যাকেটের দাম (টাকায়), একটি এককের দাম (টাকায়), ব্রান্ডটির সক্রিয় উপাদান (Active ingredients) বা জেনেরিক নাম (Generics)। Active Ingredients (Generics)-এ ক্লিক করলে একট ডায়ালগ বক্সে দেখা যাবে উপাদান। এই

৫.৬০ টাকা। আর বর্তমান আদেশের ফর্মুলার ১০ টার সিলিং দাম হয় ৫৯.১০ টাকা।

নতুন মূল্য নিয়ন্ত্রণ হলে এমন অবস্থাই হবে ৩৪৮ টা ওষুধের দামের, অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া। সারণি:২ দেখুন।

**ওষুধ কোম্পানি**
**কি ভাবে ফাঁকি দেবে তারপরেও?**

সাধারণত ওষুধ কোম্পানিগুলো মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশকে ফাঁকি দিতে মূল্য নিয়ন্ত্রণে থাকা একটা ওষুধের সঙ্গে অনিয়ন্ত্রিত একটা ওষুধের মিশ্রণ বানায়।

মনে করা যাক এটোরভাস্ট্যাটিনের সঙ্গে মেশানো হলো র‍্যামিপ্রিল। র‍্যামিপ্রিল এসিই-ইনহিবিটর, উচ্চরক্তচাপ কমানোর ওষুধ। এসিই-ইনহিবিটর এনালাপ্রিল ২০১১-র তালিকায় আছে, তাই এটোরভাস্ট্যাটিনের সঙ্গে এনালাপ্রিল মেশালে মূল্য নিয়ন্ত্রণের আওতায় থাকতে হবে, র‍্যামিপ্রিল মেশালে সে ঝামেলা নেই। এবার এনালাপ্রিলের চেয়ে র‍্যামিপ্রিল কত ভালো তার প্রচার হবে।

অথবা এটোরভাস্ট্যাটিনকে পেছনে ঠেলে সামনে আনা হবে একই ধরণের চর্বি কমানোর ওষুধ রোসুভাস্ট্যাটিন, সিমভাস্ট্যাটিন, ফ্লুভাস্ট্যাটিন, লোভাস্ট্যাটি, পিটাভাস্ট্যাটিন, ইত্যাদিকে, কেন না এরা তালিকায় নেই।

**এই ফাঁকি কি ভাবে আটকানো যায়?**

সরকার যদি এটোরভাস্ট্যাটিনের মতো অন্য সব স্ট্যাটিন বা এনালাপ্রিলের মতো সব এসিই-ইনহিবিটরকে অর্থাৎ একই গোষ্ঠীর সব ওষুধকে একই সিলিং-এর আওতায় নিয়ে আসেন তাহলে ফাঁকি ঠেকানো যায়।

আরেকটা উপায়— অত্যাবশ্যক ওষুধের সঙ্গে অত্যাবশ্যক নয় এমন ওষুধের মিশ্রণকে অত্যাবশ্যক ওষুধের সিলিং দামে রাখা। (অবশ্য একাধিক ওষুধের নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশ্রণগুলোর অধিকাংশই অযৌক্তিক।)

**স্বাস্থ্যমন্ত্রকের মত কিন্তু অন্য ছিল**

তাদের মতে মূল্য নির্ধারিত হওয়া উচিত কাঁচা মালের দাম, মোড়কের দাম, উৎপাদন খরচ, মোড়ক-বন্দি করার খরচের সঙ্গে ১০০ শতাংশ লাভ রেখে। এমনটা করলে কিন্তু সত্যিই ওষুধের দাম কমবে। আশ্চর্য এখন এটোরবাস্ট্যাটিনের ক্ষেত্রে বেশি বিক্রির ব্র্যাণ্ডগুলোতে লাভ থাকে ৩০০০-৪৫০০ শতাংশ। ১০০ শতাংশের জায়গায় সরকার যদি ১৫০ শতাংশ লাভ রাখতে দেয় তাহলেও ওষুধের দাম কম থাকে।

ওষুধ এমন এক পণ্য যা ক্রেতা পছন্দ করে কেনেন না, পছন্দের কাজটা করেন প্রত্যক্ষে ডাক্তার পরোক্ষে ওষুধ কোম্পানি। অধিকাংশ সময় ক্রেতাকে চাপের মধ্যে থেকে ওষুধ কেনার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তারপর নিজ নিজ উৎপাদনের বিক্রি বাড়ানোর জন্য ওষুধ কোম্পানিগুলোর অনৈতিক কার্যকলাপ তো আছেই। নয়া অর্থনীতির প্রবক্তারা যেমন মুক্ত-বাজার-স্বাধীন পছন্দের স্বপ্ন দেখান তেমনটা আদৌ নয় অবস্থাটা।

এমন এক অবস্থা যেখানে ক্রেতা আগে থেকেই বৈষম্যের শিকার, সেখানে প্রস্তাবিত মূল্য নিয়ন্ত্রণ পরিস্থিতিটাকে আরও ক্রেতার বিরুদ্ধে ঠেলে দেবে।

আমরা অবশ্যই মূল্য নিয়ন্ত্রণ চাই তবে তা মন্ত্রীগোষ্ঠীর প্রস্তাবিত মূল্য নিয়ন্ত্রণ নয়। ওষুধের মূল্য নির্ধারণ করা হোক কাঁচা মালের দাম, উৎপাদন খরচ, ইত্যাদি বিচার করে। ওষুধ কোম্পানি যাতে ফাঁকি দিতে না পারে তাই নিষিদ্ধ করা হোক সমস্ত অযৌক্তিক নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশ্রণ। ওষুধ বিজ্ঞানের পাঠ্য বইয়ে বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বা জাতীয় অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকায় যাদের উল্লেখ নেই এমন সব মিশ্রণ ওষুধ বাজার থেকে দূর করা হোক।

সা র ণি : ২

| ওষুধের নাম | কি কাজে লাগে? | ২০১৩-র ওষুধ মূল্য-নিয়ন্ত্রণ নির্দেশানুযায়ী সিলিং দাম | ১৯৯৫-এর ওষুধ মূল্য-নিয়ন্ত্রণ নির্দেশানুযায়ী সর্বোচ্চ খুচরো (টাকায়) | ২০১৩-এর হিসেবে দাম/১৯৯৫-এর হিসেবে দাম দাম (টাকায়) |
|---|---|---|---|---|
| এটেনেলল ৫০মিগ্রা (১৪টা বড়ির পাতা) | উচ্চ রক্তচাপ | ২৮.৯৮ | ৩.৫ | ৮.২৮ |
| এম্লোডিপিন ৫মিগ্রা | উচ্চরক্তচাপ | ৩০.৬ | ১.৭৭ | ১৭.২৯ |
| ডমপেরিডন ১০মিগ্রা | বমি | ২৮৫ | ২.৫ | ১১.৪ |
| গ্লিবেনক্ল্যামাইড ৫মিগ্রা | ডায়াবেটিস | ৯.৬ | ১.৪২ | ৬.৭৬ |
| এনালাপ্রিল ৫মিগ্রা | উচ্চরক্ত চাপ | ২৯.৬ | ২.৪ | ১২.৩৩ |
| সেট্রিজিন ১০মিগ্রা | অ্যালার্জি | ১৮.১ | ২ | ৯.০৫ |
| এটোরবাস্ট্যাটিন ১০ মিগ্রা | রক্তে উচ্চ কোলেস্টেরল | ৫৯.১ | ৫.৬ | ১০.৫৫ |
| এনবেন্ডাজোল ৪০০ ৪০০ মিগ্রা | কৃমি-সংক্রমণ | ৯১.২ | ১২ | ৭.৬ |
| ডায়াজিপাম ৫মিগ্রা | উদ্বেগ, অনিদ্রা | ১৩.২ | ১.৭ | ৭.৭৬ |
| ফ্লুকোনাজোল ৫০মিগ্রা | ছত্রাক-সংক্রমণ | ৭৮.৩ | ৭৩ | ১০.৭৩ |

* এটেনেলল ছাড়া বাকিগুলো ১০ টা বড়ির দাম। ** ১৯৯৫-এর হিসেবে ১০০ শতাংশ লাভ ধরা আছে।

**সবার জন্য বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ওষুধ চাই**

দ্বাদশ পরিকল্পনার আগে যোজনা কমিশন 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' উপলব্ধি করানোর লক্ষ্যে এক উচ্চস্তরীয় বিশেষজ্ঞ দল গঠন করে। বিশেষজ্ঞ দল হিসেব করে দেখিয়েছেন স্বাস্থ্যখাতে খরচ জিডিপি-র ০.৫ বাড়ালেই সমস্ত নাগরিককে বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ওষুধগুলো দেওয়া সম্ভব। তাঁদের মতে নির্ভরযোগ্য ও কার্যকর ওষুধ সরবরাহ ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো এমন হওয়া উচিত—

১. স্বাস্থ্যখাতে সরকারি খরচের অন্তত ১৫ শতাংশ হোক ওষুধের জন্য, অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকায় থাকা ওষুধগুলো সরকারকেই কিনতে হবে।
২. প্রামাণ্য চিকিৎসা বিধি (Standard Treatment Guidelines) অনুযায়ী প্রেসক্রিপশন ও ডিসপেন্সিং করতে হবে।
৩. ভালো গুণমানের জেনেরিক ওষুধ নিশ্চিত করতে হবে।

আসুন সবার জন্য বিনামূল্যে ৩৪৮ টা অত্যাবশ্যক ওষুধের দাবিতে প্রচার আন্দোলন গড়ে তুলি। □